কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—১, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৪, পৃ. ২৯-৩৫

কলেজ লাইব্রেরির নবীন দৃষ্টিভঙ্গি: ক্যারিয়ার নির্দেশনা ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে স্নাতকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সঞ্জীব সিংহ
গ্রন্থাগারিক, পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
পোস্ট: মালবাজার, জেলা: জলপাইগুড়ি, পিন: ৭৩৫২২১

সারাংশ

কলেজ লাইব্রেরিগুলি শুধুমাত্র একাডেমিক জ্ঞানের সংগ্রহস্থল হিসেবে পরিচিত নয়, বর্তমানে এগুলি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিংয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে, যেখানে চাকরি বাজার এবং পেশাগত সুযোগগুলো ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক ক্যারিয়ার পথ বেছে নেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে, কলেজ লাইব্রেরিগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার সম্পর্কিত তথ্য, উপকরণ, গাইডেন্স এবং সুযোগ সরবরাহ করে। লাইব্রেরিয়ানরা শুধু তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই নয়, শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করছেন, তাদের সক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য সহায়তা প্রদান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ক্যাম্পাসে লাইব্রেরিগুলি যে পরিমাণ জ্ঞান এবং সুযোগ সরবরাহ করে, তা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি পেশাগত জীবনের প্রস্তুতিতেও সহায়ক। লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরিয়ানদের উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেবা প্রদান একটি উন্নত পেশাগত দক্ষতা এবং জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সহায়ক হতে পারে। এটি প্রমাণিত হয় যে লাইব্রেরিগুলির মাধ্যমে ক্যারিয়ার গাইডেন্স শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবনকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম এবং তাদের ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

মুখ্য শব্দ: *কলেজ লাইব্রেরি, ক্যারিয়ার গাইডেন্স, শিক্ষার্থী, ক্যারিয়ার সেবা, লাইব্রেরিয়ান, পেশাগত দক্ষতা, তথ্য সংস্থান, ক্যারিয়ার উন্নয়ন*

১) ভূমিকা

লাইব্রেরিগুলি ঐতিহ্যগত জ্ঞানের কেন্দ্র থেকে পরিবর্তিত হয়ে এখন এমন গতি-প্রাপ্ত স্থান হিসেবে কাজ করছে যা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বৃদ্ধি সমর্থন করে। লাইব্রেরিয়ানরা এখন ক্যারিয়ার

© WBCLA

মেন্টরের ভূমিকা পালন করছেন, শিক্ষার্থীদের তাদের ক্যারিয়ার যাত্রায় সাহায্য করছেন, যা আত্ম-অন্বেষণ, দক্ষতা নির্মাণ এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে জড়িত। বিশেষত স্নাতক ছাত্রদের জন্য শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার নিয়ে অবগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দক্ষ পরামর্শ প্রয়োজন। লাইব্রেরিয়ানরা, যারা বহুমুখী সম্পদ এবং ক্যারিয়ার প্রবণতার বিষয়ে অবগত, এই সহায়তা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত অবস্থানে আছেন।

গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান (LISc) ক্ষেত্রটি প্রযুক্তির উন্নতির সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, নতুন নতুন ভূমিকা এবং সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটি LISc পেশাদারদের উচ্চতর দক্ষতা এবং অভিযোজনের জন্য চাপ দিচ্ছে। এই প্রবন্ধটি লাইব্রেরির ক্যারিয়ার গাইডেন্সের রূপান্তরকারী ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছে, ক্যারিয়ার তথ্য সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরছে। এটি পরীক্ষা করে দেখছে কিভাবে লাইব্রেরিগুলি শিক্ষার্থীদের তাদের শক্তি চিহ্নিত করতে, সুযোগ মূল্যায়ন করতে এবং সচেতন ক্যারিয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে, পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে লাইব্রেরিয়ানদের বাড়ানো দায়িত্বের বিষয়টি উল্লেখ করছে।

২) সাহিত্য পর্যালোচন

কলেজ লাইব্রেরির কার্যপরিধি শুধুমাত্র পুস্তক ও তথ্য সংরক্ষণে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ক্রমশ এমন একটি সহায়ক কেন্দ্রে রূপ নিচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের পেশাগত বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও দক্ষতা অর্জনে সক্রিয় অবদান রাখছে (Alire, 2020)। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে লাইব্রেরির তথ্যভাণ্ডার ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (Carlson & Johnston, 2018)।

আন্তর্জাতিকভাবে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও ক্যারিয়ার সেন্টার যৌথভাবে কাজ করছে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, রিসোর্স ও পেশাগত সংযোগের সুযোগ পাচ্ছে (Bonn, 2019)। ভারতের প্রেক্ষাপটেও এই ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে কোঠারি কমিশন (১৯৬৬) শিক্ষাক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গাইডেন্স অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিল এবং তা বাস্তবায়নের দিকেও অগ্রসর হয়েছে (Kothari, 1966)।

ভারতীয় কলেজ লাইব্রেরিগুলিও এখন ধীরে ধীরে পেশাভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে রূপ নিচ্ছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন চাকরি, স্কলারশিপ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে (Chaurasia, 2021)। বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে লাইব্রেরিগুলি অনলাইন রিসোর্স, ওয়েবিনার, ক্যারিয়ার ফেয়ার ও তথ্যভান্ডার তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করছে (National Career Service, 2023)।

সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাইব্রেরি যদি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার সাক্ষরতা ও মানসিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেয়, তবে তা ভবিষ্যতের কর্মজীবনে তাদের প্রবেশের সম্ভাবনাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে (Patel & Gupta, 2020)। যদিও এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন সীমিত আর্থিক সংস্থান, প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব এবং প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে (Vijayan & Chandra, 2018), তবুও যথাযথ নীতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে কলেজ লাইব্রেরিগুলি

© WBCLA

পূর্ণাঙ্গ ক্যারিয়ার সহায়তা কেন্দ্রে রূপ নিতে পারে (Vidya Knowledge Park, 2020; Times of India, 2022)।

৩) গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কলেজ লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরিয়ানদের স্নাতক ছাত্রদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং প্রদান করার ভূমিকা পরীক্ষা করা। বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি হল:

- **কলেজ লাইব্রেরিতে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা।**
- **স্নাতক ছাত্রদের জন্য ক্যারিয়ার সুযোগগুলি অন্বেষণ করা।**
- **লাইব্রেরিয়ানদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে ভূমিকা মূল্যায়ন করা।**
- **প্রতিষ্ঠানিক সম্পদগুলির কার্যকর ব্যবহার করা।**
- **দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম তৈরি করা।**

৪) ভারতে কলেজে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ইতিহাস

ভারতের কলেজগুলিতে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, যা সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং চাকরির বাজারের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যদিও এটি একটি সম্পর্কিত নতুন উন্নয়ন, ভারতের ক্যারিয়ার গাইডেন্সের শিকড় প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নিতে সাহায্য করার প্রচেষ্টায় রয়েছে।

৪(১) স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগ

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে শিক্ষা প্রশাসনিক ভূমিকার জন্য কর্মী তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল, যেখানে ক্যারিয়ার গাইডেন্স ছিল অ-আধিকারিক, যা শিক্ষক বা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সরবরাহিত হত (Vijayan & Chandra, 2018)।

৪(২) স্বাধীনতার পর (১৯৪৭-১৯৬০-এর দশক)

স্বাধীনতার পর, সরকার শিল্পোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, যার ফলে প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান যেমন IITs প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৪(৩) ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের আনুষ্ঠানিকতা (১৯৭০-১৯৮০-এর দশক)

কোঠারি কমিশন (Kothari, 1966) (1964-66) শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল।

৪(৪) বিস্তৃতি এবং পেশাদারি (১৯৯০-এর দশক)

ভারতের অর্থনীতি ১৯৯১ সালে মুক্তবাজারে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্যারিয়ার সুযোগগুলি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, বিশেষত IT, ফাইনান্স এবং ম্যানেজমেন্ট খাতে।

© WBCLA

৪(৫) আধুনিক যুগ (২০০০-বর্তমান)

বিশ্বায়ন এবং প্রতিযোগিতার সাথে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং আরও বিস্তৃত হয়েছে, যার মধ্যে একাডেমিক পরামর্শ, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (Patel & Gupta, 2020)।

৫) কলেজ লাইব্রেরির পরিবর্তিত ভূমিকা

ইতিহাসের দিকে তাকালে, লাইব্রেরিগুলি মূলত একাডেমিক রিসোর্স সেন্টার হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে ডিজিটাল যুগের উত্থান এবং শিক্ষার ধারণায় পরিবর্তন আসার ফলে লাইব্রেরির ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে (Carlson & Johnston, 2018)। কলেজ লাইব্রেরিগুলি এখন শুধু একাডেমিক শিক্ষার কেন্দ্র নয়, বরং শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য একটি মূল সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে, যার মধ্যে ক্যারিয়ার সেবা অন্তর্ভুক্ত (Alire, 2020)। ক্যারিয়ার গাইডেন্সের একীকরণটি এই বৃদ্ধি পেয়েছে যে একাডেমিক সাফল্য ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে যথেষ্ট নয় (National Career Service, 2023; Vidya Knowledge Park, 2020)।

৫(১) ক্যারিয়ার তথ্য প্রচারের পদ্ধতি

লাইব্রেরিগুলি ক্যারিয়ার পথ অনুসন্ধান এবং চাকরির উপযুক্ততা বাড়ানোর জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে (Bonn, 2019)। ক্যারিয়ার তথ্য বিতরণের বিভিন্ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত:

- **ক্যারিয়ার রিসোর্স সংগ্রহ**
- **কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ সেশন**
- **ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেবা**
- **চাকরি মেলা এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট**
- **ক্যারিয়ার ওয়েব পোর্টাল এবং ডাটাবেস**
- **সামাজিক মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্রচার**

৬) ক্যারিয়ার উন্নয়নে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

লাইব্রেরিয়ানদের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ে ভূমিকা কয়েকটি মূল দায়িত্বে বিভক্ত করা যেতে পারে:

৬(১) তথ্য অ্যাক্সেস এবং গাইডেন্স

লাইব্রেরিয়ানরা শিক্ষার্থীদের প্রাসঙ্গিক ক্যারিয়ার সম্পদ খুঁজে পেতে সাহায্য করেন, যার মধ্যে বই, জার্নাল, প্রবন্ধ এবং ডেটাবেস অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা বিভিন্ন ক্যারিয়ার ক্ষেত্রের তথ্য প্রদান করে। তারা শিক্ষার্থীদের চাকরির তালিকা, স্কলারশিপ সুযোগ এবং ইন্টার্নশিপ খুঁজে পেতে সাহায্য করেন।

© WBCLA

৬(২) ক্যারিয়ার সাক্ষরতা শিক্ষা

লাইব্রেরিগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্যারিয়ার সাক্ষরতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার সম্পর্কিত তথ্য কীভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হয়, সম্ভাব্য ক্যারিয়ার পথ কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় এবং এই তথ্য বাস্তব জীবনের চাকরি অনুসন্ধানে কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা শেখানো অন্তর্ভুক্ত (Patel & Gupta, 2020)।

৬(৩) কর্মশালা এবং সেমিনার

অনেক লাইব্রেরি এখন রেজ্যুমে লেখা, সাক্ষাৎকারের কৌশল এবং চাকরি অনুসন্ধান কৌশল নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করে (Carlson & Johnston, 2018; Times of India, 2022)। এই কর্মশালাগুলি শিক্ষার্থীদের বাস্তব দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দেয়, যা স্নাতকোত্তর পর চাকরি পাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬(৪) নেটওয়ার্কিং এবং মেন্টরশিপ

লাইব্রেরিয়ানরা শিক্ষার্থীদের এবং তাদের আগ্রহী ক্ষেত্রের অ্যালামনি বা পেশাদারদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করেন। তারা ক্যারিয়ার মেলা, নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট বা অতিথি বক্তৃতার আয়োজন করতে পারেন যা শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিল্প সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়ক।

৬(৫) স্নাতকোত্তর আবেদন সহায়তা

চাকরি Placement-এর বাইরে, লাইব্রেরিগুলি স্নাতকোত্তর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। লাইব্রেরিয়ানরা শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম, স্কলারশিপ এবং আবেদন প্রক্রিয়ার তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারেন (Vijayan & Chandra, 2018)

৭) সীমাবদ্ধতা এবং সমাধান

কলেজ লাইব্রেরিগুলি কার্যকর ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং প্রদান করতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (Vidya Knowledge Park, 2020) তবে এর সমাধানও আছে। এই সমস্যা ও সমাধানগুলি হল :

৭(১) সম্পদ সীমাবদ্ধতা

সীমিত অর্থায়ন এবং স্টাফের অভাব ক্যারিয়ার সেবাগুলির সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করে।

সমাধান: ক্যারিয়ার সেন্টারের সাথে অংশীদারিত্ব তৈরি করা, গ্রান্ট ফান্ডিং অনুসন্ধান করা এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা, যেমন পিয়ার কাউন্সেলরদের মাধ্যমে সেবাগুলি সম্প্রসারণ করা, যাতে বড় খরচ ছাড়াই সেবা দেওয়া যায়।

© WBCLA

৭(২) সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ

অনেক শিক্ষার্থী লাইব্রেরির ক্যারিয়ার সম্পদ সম্পর্কে অবগত নয়।

সমাধান: মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালানো, পাঠ্যক্রমে লাইব্রেরি সেবা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ক্যারিয়ার সেবা প্রচারের জন্য ছাত্র এম্বাসেডরদের নিয়োগ করা।

৭(৩) প্রযুক্তির সংযোজন এবং প্রবণতার সাথে তাল মিলিয়ে চলা

দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নতি ক্যারিয়ার সম্পদগুলির ধারাবাহিক আপডেট প্রয়োজন করে (National Career Service, 2023)।

সমাধান: লাইব্রেরি কর্মীদের নতুন ক্যারিয়ার প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা, ভার্চুয়াল কাউন্সেলিং অফার করা এবং ক্যারিয়ার প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারীদের সাথে সহযোগিতা করা, যেমন LinkedIn এবং Coursera, যাতে সাম্প্রতিক রাখা যায়।

৭(৪) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং সেবার কাস্টমাইজেশন

বিভিন্ন শিক্ষার্থী গ্রুপের ক্যারিয়ার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হতে পারে (Chaurasia, 2021)।

সমাধান: বিভিন্ন ছাত্র-গোষ্ঠীর জন্য প্রোগ্রামগুলি কাস্টমাইজ করা, ব্যক্তিগতকৃত গাইডেন্স প্রদান করা এবং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার চাহিদা বোঝার জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা।

৭(৫) মানসিক স্বাস্থ্য এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের সংমিশ্রণ

ক্যারিয়ার সম্পর্কিত চাপ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে (Patel & Gupta, 2020)।

সমাধান: কাউন্সেলিং সেন্টারের সাথে সহযোগিতা করে সমন্বিত সহায়তা প্রদান করা, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পদ সরবরাহ করা এবং লাইব্রেরি কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রথম সহায়তার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৭(৬) বৈচিত্র্যময় এবং অন্তর্ভুক্তি-ভিত্তিক ক্যারিয়ার গাইডেন্স

বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

সমাধান: অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যারিয়ার সেবা প্রদান করা, কর্মীদের জন্য সাংস্কৃতিক সক্ষমতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং ক্যারিয়ার সম্পদগুলি নিশ্চিত করা যাতে বৈচিত্র্যময় পেশাগত পথ এবং সফলতার গল্প প্রতিফলিত হয়।

৮) উপসংহার

কলেজ লাইব্রেরি শুধুমাত্র একাডেমিক তথ্যের কেন্দ্র নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। লাইব্রেরি কর্মীরা শিক্ষার্থীদের

© WBCLA

ক্যারিয়ার গাইডেন্স, দক্ষতা উন্নয়ন, এবং পেশাগত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং তথ্য প্রদান করে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মশালা, নেটওয়ার্কিং সুযোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার মাধ্যমে লাইব্রেরি তাদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। এর ফলে কলেজ লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করে, যা তাদের একাডেমিক, পেশাগত এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। লাইব্রেরি এবং তার কর্মীদের মাধ্যমে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেবা শিক্ষার্থীদের নিজেদের সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং সফল ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা তাদের ভবিষ্যতের প্রতি আত্মবিশ্বাসী এবং প্রস্তুত করে তোলে।

তথ্যসূত্র

Alire, C. A. (2020). The evolving role of libraries in student success. *Journal of Library Administration, 60*(3), 301-318.

Bonn, M. (2019). Career development and libraries: Emerging roles and strategies. *College & Research Libraries, 80*(5), 612-627

Carlson, J., & Johnston, M. (2018). Libraries as partners in career development. *College & Research Libraries, 79*(1), 38-49

Chaurasia, S. (2021, May 12). The evolving role of college libraries in India: Empowering students with career guidance and resources. *University Career Services.*

Kothari, D. S. (1966). *Education and national development: Report of the education commission (1964-66).* Ministry of Education, Government of India.

National Career Service. (2023). Career guidance and counseling in libraries: Integrating digital tools. *National Career Service (NCS).*

Patel, R., & Gupta, S. (2020). Career counseling in Indian colleges: Evolution, challenges, and future directions. *Journal of Career Development, 47*(2), 150-163.

Times of India. (2022, November 18). Libraries and career counseling: Shaping the future of students. *The Times of India.*

Vijayan, M., & Chandra, R. (2018). Career development services in Indian universities: A retrospective study. *Journal of Educational and Career Development, 34*(2), 75-90.

Vidya Knowledge Park. (2020, June 22). *How college libraries in India are evolving with career services for students.* Vidya Knowledge Park.

© WBCLA